আমারও পরানও যাহা চায়। তুমি তাই... তুমি তাই- গো-- ভাবছেন মনে মনে কিন্তু বলতে পারছেন না। তাতে কি? খোলা আছে হৃদয় জানালার পাতা। পৌঁছে দিন ভালোবাসার মানুষের কাছে হৃদয়ের আকুতি...

নীরব ভালোবাসা

চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর হলে তাকে যে কি নামে সম্বোধন করবো, তা ভেবে না পেয়ে তার নাম দিলাম অনামিকা। ইদানীং প্রাত্যহিক জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটে তার ভাবনায়। মাঝে মাঝে এ ভাবনাগুলোকে হৃদয়ের আয়না থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। আমার হৃদয়টা যেন চক্রাকারে অনামিকার ভাবনাগুলোর ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বৃক্ষ তার মাটিকে আঁকড়ে। আর মাটি থেকে বৃক্ষকে যখন উপড়ে ফেলে দেয় তখন তা হয়ে যায় মৃত। আপনাদের চন্দ্রমুখী আমার অনামিকার ভাবনাগুলো বাদ দিলেই আমার হৃদয়টাও হয়ে যায় নিষ্প্রাণ অথবা মৃত। অনামিকাকে আমার হৃদয়ের ভাবনাগুলোকে বলেও বলা হয়নি। তার সামনে গেলেই আমি হয়ে যাই নিথর। অনেক সময় অনামিকাকে ভালোবাসার কথা বলেও বলা হয়নি। কারণ আমি চাই না, যে আগুনে আমি পুড়েছি সে আগুনে অন্য কেউ পুড়ুক। নিজেকে কেন জানি খুব তুচ্ছ মনে হয়। মনে হয় যেন ডাস্টবিনের ময়লা। আর এই ময়লা হয়ে সুন্দর কাচের প্লেটে আমায় শোভা পায় না। অনামিকার এক আত্মীয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সে বলেছিল। অনামিকা এক সুন্দর মনের শান্ত মেয়ে। আসলে সবই যেন স্বপ্নলোক। আর তাই আমার জীবনে অনামিকা হয়ে থাক স্বপ্ন অথবা কল্পনা।

মোঃ আশরাফুর রহমান জনি, প্রযত্নে : আনিসুর রহমান কিসলু, প্যারাডাইসপাড়া, টাঙ্গাইল

আমার দেরিতে জন্ম

প্রিয়া আপু এবং আমি একই সাবজেক্টে অনার্স পড়ি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার আমি একটু পেছনে যাব। আমাদের এখানটায় ফজিলাতুন্নেসা হলের সামনে একটা লেক আছে। এক সন্ধ্যায় আমি প্রান্তিক থেকে ফিরছি, হঠাৎ ভুল করেই লেকের পাশের বেঞ্চিতে আমার চোখ আটকে গেল। দেখলাম একজন সুন্দরী মেয়ে একা বসে আছে। আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দেখলাম তাকে। তার চোখে সেদিন আমি এক অসাধারণ ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য দেখলাম এবং গেঁথে রইল আমার মাঝে। তার কথা কাউকে বললাম না। অনেকদিন পর আবার তাকে দেখলাম কলাভবনের দোতলায়। সত্যি ভীষণ ভালো লেগেছিল। তারপর আবিষ্কার করলাম তিনি ইংরেজিতেই থার্ড ইয়ারে পড়েন।

কলাভবনের সিঁড়িতে, বারান্দায় মাঝে মাঝে রিকশায় ফাহিম ভাই, সুমি আপু, রাসেল ভাইদের সাথে তাকে দেখি, তখন হঠাৎ করেই মনটা ভালো হয়ে যায়। দু'একদিন তাকে দেখে মনে হয় মনটা আজ তার ভালো নেই। তখন জানতে ইচ্ছে হয়, খুব কষ্ট লাগে। মাঝে মাঝে পাগলের মত মনে হয়— আমার জন্ম আর ক'টা বছর আগে হলে হয়তো আমি তার বন্ধু হতাম এবং তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারতাম। এখন আমি মাত্র ২য় বর্ষে পড়ি।

প্রিয়া আপু, আপনি চমৎকার, অন্তত আমার মনে হয়েছে। খুব ভালো থাকুন এবং চমৎকার সব স্বপ্নে ভরে থাক আপনার অনাগত সময়।

কাজী মুনতাসীর মুর্শেদ (মুন)
ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার,ঢাকা-১৩৪২

অনেক দূরে তবুও কাছে তুমি!

এখানে রাত আসে কেয়ার পাতায় ভর করে। সদ্যোজাত শাপলাগুলো লাইট স্ট্যাম্পের দিকে অপলক চেয়ে থাকে। আলো-আঁধারির লোভে কত জুটি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে গাছের নিচে। গাছগুলোও লুকোচুরি খেলে চলে। থেমে থাকা রিকশার চাকা সচল হয়। মাঝে কিছু ছেলে-মেয়ে জম্পেশ আড্ডা জমিয়েছে। ভাবি, তুমি তো নেই! এভাবেই রাত শুরু হয়। রাত এলে ঘুম আসে না, ক্লান্তি আসে। ক্লান্তি এলে ঘুম আসে। ঘুম এলে স্বপ্ন আসে আর স্বপ্ন এলে তুমি আস। তুমি তো এখন অনেক দূরে। সেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমনই ঘটে গেছে! যত অতীত সব তোমার নিয়ন্ত্রণে। তোমার কোনো রাগ নেই। অভিমান আছে! কথা দিয়েও তুমি কথা রাখতে পারনি। তবুও তুমি 'প্রথম আলোর' বন্ধুসভার পাপিয়া আপার ভাষায় শরতের সাদা জাফরানি শিউলি। শুধু শরতের তো নও তুমি, তুমি তো এ ক্যাম্পাসের সর্বত্রই আমার ছায়া হয়ে আছ! আজ ০১.০৪.২০০১ বিকেলে বৃষ্টির সময় ডায়রিতে একটি কথা পড়লাম যা মনে ছিল না। ১৯৯৮ সালের মে মাসে তুমি বলেছিলে 'তুমি এভাবে সারাক্ষণ আমার পিছু লেগে থাক কেন?' এটা নেহায়েৎই তোমার সরল মনের বহিঃপ্রকাশ ছিল সেদিন। এরপরে কি হল তা তো আর বলা লাগে না। তুমি আমার অনুপ্রেরণা হয়ে আছ, থাকবে আজীবন। তোমার জন্যই শুধু তোমার কথাতেই মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গেলাম না! হয়ত কেউ জানবে না কোনোদিন! তোমার নীরবতা এখনও কেন? কেন তোমার এ নিঃশব্দ গ্রাস? নিশ্চয়ই তুমি সাপ্তাহিক ২০০০ পড়?

এস এম সাইফ রহমান

তোমাকে ভুলতে পারিনি

শিলু, আমার এত কষ্ট দেখলে তোমার হৃদয় ভরে যাবে, খুশিতে হয়ত দু'চোখ ছলছল করবে, তৃতীয় নয়নে দেখবে মানুষ নামের কংকালে বেঁচে আছি আমি। তোমার দেয়া কষ্টের বোঝা কাঁধে তুলে আমার ঘাড় বাঁকা হয় গেছে। তোমার আঙিনায় ফেলে দু'দন্ড বিশ্রাম নেবো সেই সুযোগও নেই। হতাশা, দুঃখ, কষ্ট, বেদনারা আমাকে করেছে উটের মত ভারবাহী। এমন অদৃষ্ট লিখন!

জীবন মরুর বালিময় পাহাড়, রোদের তেজে তপ্ত পিচঢালা পথ, তারপর নদী পার হলে বর্ষণমুখর অমাবস্যার কাঁচা রাস্তায় পিচ্ছিল পথে কাদার স্তূপ পেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। তুমি বলো, এ ভাগ্যলিপি আমি খন্ডাবো কি করে? কার কাছে, পৃথিবীর কোন ঠিকানায় এ যাতনার বোঝা জমা রাখবো আমি? যে আগুন জ্বালিয়ে গেলে তা আমি নেভাবো কি দিয়ে, চোখের পানিতে তা আরও দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে। ২০ এপ্রিল আমার জন্মদিন। ২০ এপ্রিল ২০০১ তুমি আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে। তোমাকে ভুলতে পারিনি আজও। পারি না, জানি না কেন। এসো দু'জনে সব ভুলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ঝেড়ে ফেলে এক সঙ্গে চলার প্রেরণা জোগাই। আমার দুয়ার সব সময় তোমার জন্য খোলা রইল।

শাহীন, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

চিরকুট

খুলনার মরীচিকা সেন

মরীচিকা সেন, আপনি যদি সত্যি মরীচিকা না হয়ে থাকেন এবং এতোদিনে যদি ঝরে না গিয়ে থাকেন তাহলে আপনার ঠিকনাটা সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় প্রকাশ করুন।

গ্যালভানাইজিং চৌধুরী, ফরিদপুর

ঢাকার অরাকে...

বুয়েট বন্ধ থাকাকালীন বাড়িতে ছুটি কাটানোর সময় সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে চোখে পড়ল আপনার বন্ধুত্বের আহ্বান। আপনি প্রগতিশীল বন্ধু চান, কিন্তু বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনার বিভেদ চোখে পড়ার মত, যেটা প্রগতিশীল ছেলেরা সহজেই মেনে নিতে পারে না। তবুও আপনার বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়...

হিরন, নারায়ণ চন্দ্র বণিক, প্রযত্নে : আকবর সাহেবের বাড়ি, ৪৭, শিরিষ নগর গেট, খুলনা

প্রিয়াকে বলছি

প্রিয়া তোমাকে বলছি। প্রথম যেদিন চাকরিতে যোগ দেই সেদিন তুমি আমাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলে। কিন্তু তোমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই যেন আমি নার্ভাস বোধ করেছি। কেন জানি না। সেদিন যেমন নার্ভাস বোধ করেছি ঠিক দ্বিতীয় দিনে (১০.৪.২০০১) যেন তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে করেছে। ঠিক তখনি তুমি আমাকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলে। যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি । যখন সুযোগ তুমি দিলে তখন হৃদয়ের বন্ধুত্বের খালি স্থানে তোমাকে স্থান দিলাম। জানি না তুমি কেমনভাবে গ্রহণ করলে।

প্রিয়া, যদি 'সাপ্তাহিক ২০০০' -এর এই লেখাটি তোমার চোখে পড়ে তাহলে বুঝবো কতটুকু বন্ধুত্বের বাসা বেঁধেছি।

মোঃ কামালউদ্দিন (হৃদয়)

অনলাইন বন্ধু চাই

যাদের ইন্টারনেট সংযোগ আছে সেই সব আধুনিক, স্মার্ট, শিক্ষিত ও সুশ্রী মেয়েরা লিখতে পারেন। আশা করি জবাব পাবেন। যদি আপনার সাথে আমার রুচির মিল থাকে তাহলে বন্ধুত্বও হতে পারে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ করে বর্তমানে একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছি। বন্ধু হিসেবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ও উপস্থাপনযোগ্য। দেখতেও খারাপ না। পড়াশোনার কারণেই হোক বা কেরিয়ার-এর ক্ষতি হবে এই ভাবনায় মেয়েদের সংস্পর্শ বরাবরই এড়িয়ে চলেছি। যদিও মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করাটা আমার জন্য মোটেও কঠিন ছিল না। সে যাই হোক, ইদানীং ভীষণ একাকী ও নিসঙ্গ অনুভব করি। আপনি যদি বন্ধুত্বে আগ্রহী হন, তাহলে Email-এর মাধ্যমে বা সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে লিখতে পারেন। আমার Email ঠিকানা হল munna@bijoy.net

মুন্না, ঢাকা

নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম একজন বন্ধু

সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাস থেকে সদ্য পাস করেছি। জীবনের হিসাব যেভাবে মেলাতে চেয়েছি, প্রায় সবগুলো মিলাতে পেরেছি— সে জন্য নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। শুধু পাইনি নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম একজন ভালো বন্ধু, যার কাছে বলা যায় সুখ-দুঃখের কথা। যার প্রেরণায় এগিয়ে যাওয়া যায় সামনের দিকে। এমন একজন বন্ধুর প্রত্যাশায় লিখছি।

উজ্জ্বল, আলাপন ট্রেডার্স, হাসপাতাল সড়ক, পোস্ট+জেলা : নীলফামারী-৫৩০০

মিতালীর সন্ধানে

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়...'। জানি না রবি ঠাকুর কার উদ্দেশে কথাগুলো বলেছিলেন, আর তার চাওয়া পূরণ হয়েছিল কি না। তবে রবি ঠাকুরের চাওয়ার সাথে আমার চাওয়া অবশ্যই এক নয়। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর জানালার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমি। উদাস নয়নে তাকিয়ে থেকে কখন যে অন্য এক জগতে চলে গিয়েছিলাম টেরই পাইনি। হঠাৎ যখন বিকট এক বজ্রপাতে আমার ছন্দপতন হল তখনই বুঝলাম কত নিঃসঙ্গ আমি। কল্পনার জগতের কথা, হাসি-দুঃখের কথা জানাবার কেউ নেই। তাই সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে আমার মত যারা ভাবেন সেই সব মেয়েদের প্রতি বন্ধুত্বের আহ্বান জানাই। ভয় নেই... শুধু মিষ্টি বন্ধুত্ব।

পনির, প্রযত্নে : মোঃ আনিসুজ্জামান বাংলাদেশ চা বোর্ড, , ১৭১/১৭২ বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম-৪২১০

ফায়সালকে বলছি

আমি জানি, অসমবয়সী এক বন্ধু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর মানসিক দিক থেকে তুমি অত্যন্ত বিপর্যস্ত। অসম্পূর্ণ ঠিকানার কারণে ইতিপূর্বে বেশ ক'বার পত্রে যোগাযোগ করেও তোমার সাড়া পাইনি। অসম শিক্ষা প্রকৃত বন্ধুত্বের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। তুমি উচ্চমনের অধিকারী, মহানুভব ও উচ্চ নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন এক মহান ব্যক্তিত্ব। আমি তোমার সান্নিধ্য পাবার জন্য অধীর আগ্রহী ব্যাকুল-উন্মত্ত। সৃষ্টিকর্তার দিব্যি রইল, ফিরিয়ে দেবে না, অবশ্যই লিখবে।

মাসুদ রানা, (উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষ) বাসা-১৭৯, রোড-৫/২ জুম্মাপাড়া, রংপুর

রুমানা

২০০০-এর ৪৬ সংখ্যায় আপনার 'সুখ-দুঃখের দ্বৈরথে এই আমি' পড়লাম। কী যে ভালো লাগল আমার! আপনার ভাবনার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রটি হবো— এমন কামনা আমার নয়। আপনার বন্ধু হতে চাই।

নীল, স্থাপত্য, ৪র্থ বর্ষ, ১২৮, খান জাহান আলী হল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিন

এখন বাংলাদেশী পাত্র-পাত্রী বাস করে বিশ্ব জুড়ে। পাত্রীর জন্যে পাত্র পাওয়া যেমন কঠিন, পাত্রের জন্য পাত্রীও মেলে না সহজে। সহজ উপায় হলো ২০০০-এ বিজ্ঞাপন। বিশ্ব জুড়ে বসবাসরত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যায় ২০০০ প্রতি সপ্তাহে। আপনার বিজ্ঞাপনটি প্রার্থিত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যাবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রতিশব্দ মাত্র ২ টাকা। টাকা মানি অর্ডার কিংবা অফিসে পৌঁছানোর তিন সপ্তাহের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৯৪৫৯ পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১-৩